Available online at http://www.ijims.com
ISSN: 2348 – 0343

Dialect of Paschim Medinipur District of India and a Sketch of its Usefulness

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উপভাষা ও তার ব্যবহারের রূপরেখা বিমূর্ত

Swarup Dey

Sidho Kanho Birsha University,W.B, India

Abstract

Mind is an independent identifying token of human beings in this vast universe. According to the rule of evolution the expression of mind is next to life. Whatever this introspective mind thinks is the expression through the extrovert language and this dialect is the part of language. In Bengali language there are five dialects and of them one is jharkhandi. This jharkhandi dialect is customary in many districts. One of them is Paschim Medinipur. Besides,this dialect is introduced in Bankura and Purulia also. Paschim Medinipur is a wide district. As a result here we find the differences of regional languages among various regions. In this region the difference of regional language is different from other dialects and in these areas the used dialects are quite spontaneous . The people of Paschim Medinipur keep up their own culture through the use of their dialects. Infact whatever they use as the expression of medium of their dialect is their own i.e.,inborn or gained from environment. W. Nelson Fransis considered this use of language as the principle social aspect. He said , "The first point we must take about language then is that it is a social rather than a biological aspect of human life." The use of dialect in different regions of Paschim Medinipur district is excellent as well as glorious. In many region of this district Keshpur, Jhargram, Panskura, Medinipur Sadar, Ghatal, Khargapur, Binpur etc. People use nominal verbs at random and apply nasal tone in using sounds or voices. Having many mistakes in their pronunciation we find the change of meaning of a word and distortion of sounds. The people of these regions utter unaspirated like aspirated such as du>dhu. Like this,they use the inflection 'KA'at random. Infect these characters of sound and philology are inherent in these regions. In using these collection of sound and dialect they exchange their feelings and get much pleasure as well as feel comfortable. The periphery of this dialect and its familiarity is so much vivid that it add deep affection to create literature. Above all ,it may be said that the collection of sound and dialect that are used by the people of Paschim Medinipur are enriched with life ,motivated by mind and coloured with their consciousness.

Keywords: dialect , Paschim Medinipur, India

Article

বিশ্বব্রহ্মান্ডে তথা বিশ্ব প্রকৃতি রাজ্যে মানুষের স্বাতন্ত্র্যের অভিজ্ঞানটি হল মন। **বিবর্তনের** ধারা মেনে এই মনের বিকাশ প্রাণের পরে। এই অন্তর্মুখী মন যা চিন্তা করে তারই প্রকাশ হয় বহির্মুখী ভাষার মাধ্যমে। আর ভাষারই অন্তর্গত হল উপভাষা। বাংলা ভাষার পাঁচটি উপভাষার মধ্যে অন্যতম হল ঝাড়খন্ডী। এই ঝাড়খন্ডী উপভাষা অনেকগুলি জেলাতে প্রচলিত। যার মধ্যে অন্যতম হল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা।এছাড়া এই উপভাষা বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতেও প্রচলিত। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিস্তৃতি বহুদূর। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভাষার আঞ্চলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলের ভাষার যে আঞ্চলিক পার্থক্য তা অন্যান্য উপভাষা অঞ্চলের থেকে পৃথক। এবং এই সব অঞ্চলে ব্যবহারকারী উপভাষা স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় রাখে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মানুষেরা ধ্বনি সমষ্টি তথা উপভাষার ব্যবহার নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাপাতাকে বজায় রাখে। আসলে এই যে উপভাষা তারা প্রকাশ মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে তা একেবারেই তাদের নিজস্ব। তথা জন্মগত ও পরিবেশিক সূত্রে পাওয়ে। এই ভাষা ব্যবহারকে

W. Nelson Fransis সমাজগত দিককেই প্রধান হিসাবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন- "The First point we must take about language, then is it a social rather than a biological aspect of human life"।পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহার যেমন চমৎকার তেমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই জেলার কেশপুর, ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল, গড়বেতা, খড়্গপুর, বিনপুর, নাড়াজোল, পাঁশকুড়া, মেদিনীপুর সদর শহর প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষেরা যেমন কথা বলার ক্ষেত্রে বহুল পরিমানে নামধাতু ব্যবহার করে তেমনি তাদের ধ্বনিসমষ্টি ব্যবহারে আনুনাসিক স্বরের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ করা য়ায়। এদের উচ্চারনে অনেক ত্রুটি থাকার ফলে শব্দের অর্থের যেমন পরিবর্তন ঘটে তেমনি বর্ণ বিপর্যাস জনিত শব্দের প্রয়োগও লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলের মানুষেরা অল্পপ্রানকে মহাপ্রান করে উচ্চারন করে। যেমন দুঃ কে ধূঃ হিসাবে। তেমনি 'ক' প্রত্যয় ব্যবহার বিপুল পরিমানে করে। আসলে এই সব ধ্বনি বৈশিষ্ট্যই তথা ভাষাতাত্বিক বৈশিষ্ট্যই এই জেলার অঞ্চলের মধ্যে ক্রিয়াশীল। এই প্রকার ধ্বনিসমষ্টি তথা উপভাষা ব্যবহার করে তৎসহ ভাব বিনিময় করে তারা আনন্দ পায় এবং স্বচ্ছন্দ অনুভব করে। এই উপভাষার পরিধি তথা জনপ্রিয়তা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যা সাহিত্য সৃষ্টিতে অনুরাগ জোগায়। তাই সর্বোপরি বলা যায় পশ্চিম মেদিণীপুর জেলা ও তার বিভিন্ন অঞ্চল যে সমস্ত ধ্বনি সমষ্টি তথা উপভাষা ব্যবহার করে তা তাদের প্রানের দ্বারা জীবন্ত, মনের দ্বারা সচল ও তাঁদের চেতনারই রঙে রঙীন।

ভূমিকা

আমরা ভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করি। উত্তেজনা, আবেগ, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি ভাব ভাষার দ্বারাই প্রকাশিত। তাই চিন্তা থেকে যে ভাবের সৃষ্টি হয় তার থেকে নির্গত ভাষার মধ্যে অঙ্গাঙ্গিক সম্পর্ক আছে। চিন্তার সঙ্গে, মানুষের মনের সঙ্গে, আত্মার সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য সংযোগ, চিরন্তন বোঝাপোড়া। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের কথাবার্তা, শব্দ ব্যবহার, উচ্চারন বৈশিষ্ট্য তৎসহ বিভিন্ন ধ্বনিতাত্বিক, রূপতাত্বিক তথা ভাষাতাত্বিক যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা এককথায় ঝাড়খন্ডী উপভাষারই অন্তর্গত। কিন্তু আমাদের প্রথমে জেনে নেওয়া দরকার ভাষা কি, উপভাষা কি। জার্মান মনীষী হুমবোল্ট বলেন –"মানুষের ভাষাই হল তার আত্মা, আর তার আত্মাই হল ভাষা"। আসলে মানুষই সর্বপ্রথম প্রানী যারা মনের ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করেছে। এই সৃষ্টি কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি কারন অন্য কোন প্রানীর মধ্যে এই মন নামক বস্তুটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভাষাচার্য সুনীতকুমারচট্টোপাধ্যায় বলেছেন-"মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত, ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোন বিশেষ জন সমাজে ব্যবহৃত,স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে"।

মানুষের এই মুল স্বাতন্ত্র্য চিহ্ন যে মনন ও চিন্তন তার উপযুক্ত গুরুত্ব স্বীকার করে বলতে পারি মানুষের মন ও তার মনের বার্তা অন্যের কাছে পৌঁছানোর জন্য ব্যাকুল। আর এই ব্যাকুলতা থেকে ভাষার সৃষ্টি। আসলে ভাষা হল মানুষের ভাব প্রকাশক অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টি। সুকুমার সেনের ভাষায় – "মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ, বহুজন বোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা"।

কিন্তু একই ধরনের ধ্বনি সমষ্টি দিয়ে সব মানুষের কাজ চলে না। বিভিন্ন রকমের ধ্বনিসমষ্টি ও ধ্বনিসমাবেশ রয়েছে। অর্থাৎ এক একটি জন সমষ্টির নিজস্ব প্রকাশ মাধ্যম। আর বিশিষ্ট ধ্বনি সমষ্টির বিধিবদ্ধ রূপে ব্যবহারকারী জন সমষ্টিই হল এক একটি ভাষা সম্প্রদায়। তাই বলা যায়- " A Group of people who used to the same system of speech signals is a speech community." মানুষের ভাষা প্রকাশ রূপের অন্তরে আছে যে অর্থসম্পদ, তার বাহ্য গঠনের তলে রয়েছে যে গভীরতম গঠন এবং বাহ্য ব্যবহারে অন্তরে নিহিত আছে ভাব কেন্দ্রস্বরূপ যে মন, তাকে আবিষ্কার করাই ভাষা জিজ্ঞাসার অন্যতম আসল লক্ষ্য। তাই চমস্কির ভাষায় বলা যায়-

".....In the technical sense, linguistic theory is mentalistic, since it is concerned with discovering a mental reality underlying actual behavior."

যদি কোন ভাষা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ব্যবহৃত হয় তবে সেই ভাষার কথ্যরূপ সব জায়গায় সমান বা এক হয় না। অঞ্চল ভেদে পৃথক পৃথক কথ্যরূপ পাওয়া যায়। একে উপভাষা বলে। সুকুমার সেন বলেন –"কোন ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোট ছোট দলে বা অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ভাষাছাঁদকে উপভাষা বলে"।

'A Dictionary of linguistics' এ বলা হয়েছে –" A Specific form of given language spoken in a certain locality of geographical area, showing sufficient differences from the standard or locality form of that language."

সব বিস্তৃত মুল ভাষারই কিছু কিছু উপভাষা রয়েছে। যেমন প্রাচীন গ্রীক ভাষায় Attic-Ionic, Arcadian-cyprian , Aeolic, Doric ইত্যাদি আঞ্চলিক উপভাষা ছিল তেমনি হোমারের মহাকাব্যতেও Ionic ও Aelolic উপভাষার পরিচয় রয়েছে। জার্মান ভাষার মধ্যেও পাওয়া যায় অনেক উপভাষার খোঁজ। বাংলা ভাষাও তারথেকে ব্যতিক্রম নয়।

বাংলা ভাষাতেও পাঁচটি উপভাষা পাওয়া যায়া যার মধ্যে অন্যতম হল ঝাড়খন্ডী উপভাষা। এই ঝাড়খন্ডী উপভাষার বিস্তৃতি অনেকদূর। যার মধ্যে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা এর অন্যতম।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা একটি সুবৃহৎ জেলা। ওই জেলার বিভিন্ন আঞ্চলে মানুষেরা ভাষা ব্যবহারে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছে। তাঁরা তাদের কাজকর্মে, সভাসমিতিতে ও পারস্পরিক ভাব বিনিময়ে ওই উপভাষার ব্যবহার করে। আসলে এই ভাষা তাদের জন্মগত তথা পরিবেশিক ভাষা। তা তাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে জাত। আর এই ভাষা তারা সুষ্ঠ ও মার্জিত ভাবে ব্যবহার করে এবং আনন্দ পায়। এই উপভাষার মধ্যেই মূল বাংলা ভাষার স্পন্দনটুকু নিহিত আছে। তাই বলা যায়-"The real and natural life of a language is its dialact." নিম্নোক্ত আলোচনায় এর ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল।

উদ্দেশ্য

এই গবেষনা পত্রের উদ্দেশ্য হল-

i. পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও তার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের ভাষা ব্যবহারে কি কি ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট পাওয়া যায় তা তুলে ধরা।
ii. তাঁদের ভাষা ব্যবহারে রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্টকে তুলে ধরা।
iii. সর্বোপরি পশ্চিম মেদিণীপুর জেলার উপভাষার সার্বিক চিত্রকে তুলে ধরা।

এলাকা

পশ্চিম মেদিণীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল যেমন কেশপুর, গড়বেতা, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, খড়্গপুর, মেদিনীপুর সদর, পাঁশকুড়া, বিনপুর প্রভৃতি স্থানের উপর ক্ষেত্র সমীক্ষা করে সেখানকার উপভাষার সার্বিক চিত্রকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষনা পত্রে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা মুলত ঝাড়গ্রাম, গড়বেতা, কেশপুর, মেদিনীপুর সদর, পাঁশকুড়া, ঘাটাল, বিনপুর প্রভৃতি স্থানের আঞ্চলিক ভাষা তথা উপভাষার উপর গবেষনা করা হয়েছে। আমি এই গবেষনার ক্ষেত্রে কেশপুর ব্লকের ১০০ টি পরিবারের মধ্যে Ramdom Sampling method-এর উপর মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমীক্ষা করেছি। এবং সেই Ramdom Sampling এরউপর ভিত্তি করেই পাওয়া তথ্যের মাধ্যমে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উপভাষা ব্যবহারের এই রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উপভাষা ও তার ব্যবহারিক রূপরেখা

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়খন্ডী উপভাষা 'জঙ্গলমহলের ভাষা' নামেও পরিচিত। চৈতন্য চরিতামৃতে এই সব অঞ্চলের ভাষাকে 'ঝারিখন্ড' নামে অভিহিত করা হয়েছে।পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ঝাড়খন্ডী উপভাষার অন্তর্গত হলেও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কিছু কিছু আঞ্চলিক পার্থক্য লক্ষ করা যায়। আসলে বাংলা ভাষার যেমন বিভিন্ন উপভাষা সৃষ্টি হয়েছে তেমনি ঝাড়খন্ডী উপভাষারও বিভিন্ন বিভাষার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে তাদের স্থানিক তারতম্য অনুসারে মানুষের পেশা, শিক্ষা, খাদ্যভাস, ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া প্রভৃতির প্রভেদে ভাষার পৃথক পৃথক আঞ্চলিক পার্থক্য গড়ে উঠেছে। এই সব আঞ্চলের মানুষেরা যেসব ভাষা ব্যবহার করে তা তারা নিজস্ব সংস্কৃতি ধারা তথা নিজস্ব উপভাষিক বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখেছে। এরই পাশাপাশি এই সব অঞ্চলের মানুষেরা কাজ তথা কর্মের সূত্রে অন্য উপভাষা অঞ্চলের মানুষ এই উপভাষা অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াতের ফলে রাঢী, বঙ্গালী, ও কামরুপী উপভাষার অনেক শব্দ উচ্চারন বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলের উপভাষা গৃহীত হয়েছে। সেক্ষেত্রে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা ও তার বিভিন্ন অঞ্চল ও পারিপার্শ্বিক জেলার মধ্যে একটি উপভাষিক যোগসূত্র আবিস্কৃত হয়েছে।

উপভাষা তথা লোক ভাষার সীমানা নির্দেশ করতে গিয়ে ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' গ্রন্থে একটি তালিকা নির্দেশ করেছেন। -

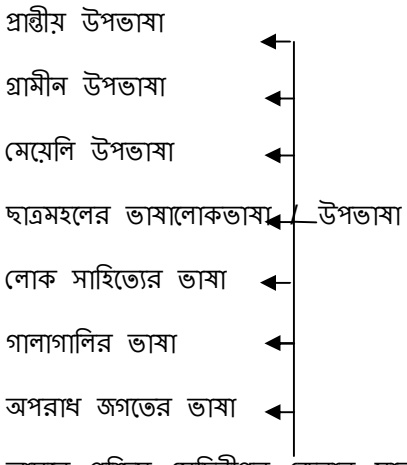

আসলে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মানুষের প্রতিদিনকার কাজকর্ম, চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না, ব্যবহারিক প্রসঙ্গ সকল বিষয়েই লোকসাধারনের লোকায়ত ভাষাছাঁদ সমাজস্তরের অতি গভীরে নিহিত। ফলে অঞ্চল ভেদে যেমন একই ভাষার মধ্যে অল্পস্বল্প পার্থক্য হয় তেমনি সামাজিক স্তর ভেদেও একই ভাষাভাষী লোকেদের কথায় অল্প বিস্তর পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন একজন ব্রাহ্মন পন্ডিত বা একজন অধ্যাপক বা একজন উকিল কিংবা একজন রাজনৈতিক নেতা যে ভাষা উচ্চারন করে একজন গুন্ডা বা অপরাধী সেই ভাষা বা শব্দ প্রয়োগ করে না। তারই একই উপভাষা অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা শ্রেনীর সৃষ্টি হয়।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার উপভাষার মধ্যে যে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট পাওয়া যায় তা নিম্নে আলোচনা করা হল।–

এই জেলার আনুনাসিক স্বরের ব্যাপক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন-আঁটা, চাঁ, উঁট, ইত্যাদি।

নিদর্শন- এদিকে আঁটা নিয়ে আয়তো। (এখানে 'আটা' উচ্চারিত হয়েছে 'আঁটা' রূপে)।

'ও' কারের 'অ' কার প্রবনতা এই জেলার অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারে লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

লোক > লক

বোন > বন

ভোর > ভর ইত্যাদি।

নিদর্শন- লকটা এ পার দিয়া গেল।

অনুপ্রান ধ্বনিকে মহাপ্রন উচ্চারন করার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়।

যেমন- দূর>ধূর, পতাকা> ফতাকা, কাল> খাল।

নিদর্শন- রাম অনেক ধূরে।

অপিনিহিতি ও বিপর্যাসের ফলে শব্দের মধ্যে আগত বা বিপর্যাস্ত স্বধ্বনির ক্ষীন উচ্চারন থেকে যায়। তার লোপ বা অভিশ্রুতি জনিত পরিবর্তন হয় না। যেমন-

সন্ধ্যা> সাঁইঝ>সাঁইজ

কালি>কাইল> কাইল

রাতি>রাইত> রাইত

নিদর্শন- কাল সাঁইঝে সভা বসবেক।

সঙ্কোচনের উদাহরন এই জেলার ভাষায় পাওয়া যায়। যেমন-

বললেক>বল্লেক

হিসাব>হিম্বা

ছোটো>ছুটু

নিদর্শন- বাপ হে, আমাদের দৌলতের যা হিম্বা আমি পাব তা আমাকে দাও।

'ল' কোথাও কোথাও 'ন' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন-

লুচি >নুচি

লাল >নাল

লবন > নুন

নিদর্শন- ভাতের সঙ্গে নুনটা দাও।

শব্দের অন্তে অবস্থিত অঘোষ ধ্বনি কখনো কখনো সঘোষ ধ্বনি হয়ে যায়।

যেমন- কাক>কাগ

ছত্র>ছাদ

গুলাব>গোলাপ ইত্যাদি।

নিদর্শন- কাগটা মরে পড়ে আছে।

কখনো কখনো চ, ছ জ, ঘৃষ্ট ধ্বনি গুলি উষ্ম ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন- খাইছে> খাইসে

যাচ্ছে> যাইসে

নিদর্শন- লকটা খাইসে পান্তাভাত।

এই জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষায় 'ড়' 'র' রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন- বাড়ি>বারি

বড়ো > বরো

বোড়ো > বোরো

নিদর্শন – বারি যাব।

'ড়' উচ্চারন প্রবনতা এই ভাষায় গভীর পরিমানে লক্ষ্য করা যায়।

যেমন – তার>তাড়

জার > জাড়

তারাতাড়ি >তাড়াতাড়ি

নিদর্শন- তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আয়।

'স' অনেক সময় 'চ' রূপে উচ্চারিত হয়।

যেমন- স্নান> চান

নিদর্শন- তাড়াতাড়ি চান করে নে।

ঝাড়খন্ডী উপভাষা তথা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষাতে ‘ব’ ও ‘ম’ বিপর্যস্ত হয়েছে।

যেমন- যমুনা>যবুনা

রামায়ন> রাবায়ন

নিদর্শন- রাবায়নে রাম শ্রেষ্ঠ চরিত্র।

এই জেলার ভাষায় ‘হ’,‘ঢ’ ইত্যাদির বিশিষ্ট ব্যবহার হয়েছে।

যেমন- কুমার > কুমহার

গেড়ি > গেঢ়হি

নিদর্শন – কুমহারদের পাড়ায় মেলা বসেছে।

এই জেলার ভাষায় স্বরসঙ্গতির তেমন প্রভাব নেই।

যেমন- ধূলা > ধূলা

শিয়াল > শিয়াল

নিদর্শন – ধূলা মেখে ছেলেটি বসে আছে।

বহুবচনে ‘গা’, ‘গিলা’র প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

যেমন- গরুগিলা, ছঁড়াগা ইত্যাদি।

নিদর্শন- গরুগিলা দোড়াচ্ছে।

এই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যে রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ -

ক্রিয়াপদে ‘ক’ প্রত্যয়ের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

যেমন- যাবেক নাই,

খাবেক নাই,

করবেক বটে ইত্যাদি।

নিদর্শন- লকটা কাজে যাবেক নাই বলছে।

এই অঞ্চলের ভাষায় ‘আছ’ ধাতুর বদলে ‘বট’ ধাতুর প্রযোগ লক্ষ্য করা যায়।

যেমন- কে বটে লোকটি,

বিটি বটেন ইত্যাদি।

নিদর্শন-কে বট আপনি, কি করছেন ওখানে।

অধিকরন কারকে ‘কে’ বিভক্তি লক্ষ্য করা যায়। যেমন-রাইতকে যাবি।
অধিকরন কারকে ‘এ’ বিভক্তির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন- সিতাএসিঁদুর দে।
অপাদান কারকে ‘লে’, ‘নু’ বিভক্তিলক্ষ করা যায়।

যেমন- মেয়ের লে মাসির গরদ।

বাঁশের নু কঁইচি বড়। ইত্যাদি

কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি। যেমন – জলকে গেছে।

ঘরকে চল। ইত্যাদি

এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের কথাবার্তায় নাম ধাতুর প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন- নাম ধাতু হল 'জাড়'। নিদর্শন –এবার শীতে ভারি জাড়েবে। (এখানে নামধাতু হল জাড়)

গৌন কর্মে 'কে' বিভক্তি লক্ষ্য করা যায়।

যেমন- হামাক দাও

গৌন কর্মে 'রে' বিভক্তিও লক্ষ্য করা যায়।

যেমন- তারে খেতে দাও।

অপাদান কারকে 'থাকি' অনুসর্গ লক্ষ্য করা যায়। যেমন –ঘর থাকি। (এখানে থাকি অনুসর্গ)
যৌগিক ক্রিয়াপদে 'খোয়া' ধাতুর ব্যবহার আছে। যেমন- মনে লাগা >মনতখোয়া।
ক্রিয়ারূপে নঙর্থ উপসর্গের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন- না জ্যাঁও।
এই অঞ্চলের ভাষায় পুরুষ ভেদে সর্বনামের নিম্নোক্ত রূপ লক্ষ্য করি। যেমন-

উত্তম পুরুষে- মুই- আমরা

মধ্যম পুরুষে- তুই- তোমরা

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রূপতাত্ত্বিক বা ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের মতো কিছু বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্যও পাওয়া যায়। যা নিম্নরূপে আলোচিত হল।

নেতিবাচক ব্যক্যে নঞর্থক অব্যয় সমাপিকা ক্রিয়ার আগে বসে। যেমন- জল খাবার তুই কেনে নাই দিলি। (এখানে জল খাবার দিলি না কেন? এই বাক্য হত)
সম্বোধন সূচক 'হ্যাঁলো' শব্দের ব্যবহার। যেমন- হ্যাঁলো তুই কোথায় গেলি গো।

এছাড়াও অন্য উপভাষা তথা রাঢ়ী,বঙ্গালী,কামরূপী উপভাষার কিছু ভাষা তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এই উপভাষায় তথা এই জেলার ভাষায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তা নিম্ন রূপে দেখানো হল।

রাঢ়ী উপভাষাতে ব্যবহৃত শব্দমধ্যস্ত নাসিক্য ব্যঞ্জন যেখানে লোপ পেয়েছে, সেখানে পূর্ববর্তী স্বরের নাসিক্যী ভবন ঘটেছে। যেমন- বন্ধ > বাঁধ

চন্দ্র > চাঁদ

এই জেলার ভাষাতেও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

উত্তম পুরুষে সাধারণ ভবিষ্যত কালের বিভিক্তি হল 'উম' বা 'মু' । যেমন- আমি যামু(আমি যাবো) (বঙ্গালী উপভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এ জেলার ভাষার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়)।
কখনো বিপর্যাস জনিত 'অ' এর স্থানে 'র' এর প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। যেমন- আম > রাম (বরেন্দ্রী উপভাষার প্রভাবপুষ্ট হয়ে এই ভাষার কখনো ব্যবহৃত হতে দেখা যায়)
'ও' কখনো 'উ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন – তোমার > তুমা, বোন >বুন

(কামরূপী উপভাষার প্রভাবে এই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ভাষায় গৃহীত)

মন্তব্য

ভাষার দুটি দিক আছে। যথা এক বহিরঙ্গ, দুই অন্তরঙ্গ। প্রথমে ধ্বনি, দ্বিতীয়টি অর্থ। গ্লীসনের ভাষায় যথাক্রমে Expression ও Content। সব মিলিয়ে বলা যায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানের ভাষার যে ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তথা ভাষা ব্যবহারের যে কৌশল বা উচ্চারন ভঙ্গি পাওয়া যায় তা যেমন চমৎকার তেমনি তাঁদের কাছে সেই ভাষার ব্যবহার স্বাভাবিক, সহজ অনায়াস সাধ্যতায় পরিপূর্ন। এই জেলার ভাষা ব্যবহারের মধ্যে যেমন একটা সৌন্দর্য রয়েছে তেমনি নতুন নতুন শব্দ ব্যবহারের চমৎকারিত্ব ও রয়েছে। যেহেতু এই ভাষা তাদের জীবন ধারনের ভাষা, আলাপ পরিচয়ের ভাষা তাই এই ভাষার মধ্যে তারা প্রানের নিবিড় টান অনুভব করে। সবশেষে বলা যায় এই ভাষা তাদের সামাজিক প্রয়োজন মেটায়।তাই বলা যায় by which the members of a social group co-operate and interact.

সহায়কগ্রন্থপঞ্জী

শ, রামেশ্বর:১৯৯৬– ‘সাধারন ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা’।

সেন, সুকুমার - ‘ভাষার ইতিবৃত্ত’।

Chomsky,Noam - ‘Aspect of the Theory of Syntax’,Cambridge,Massachusetts:The M.I.T Press,1976.

চৌধুরী, মিহিরকামিল্যা –“ভাষাতত্ব,” (২০১০)।

বেরা,নির্মল–‘লোকসংস্কৃতিঃ প্রসঙ্গওপ্রকরণ’।